STUDY MATERIAL FOR SEM - 6 SANSKRIT GENERAL STUDENTS

DEPARTMENT OF SANSKRIT

K.C.COLLEGE, HETAMPUR, BIRBHUM

DATE-10-4-2020

PAPER- DSE-2

TOPIC-ALAMKARA (ARTHANTARNYAS)

TEACHER`S NAME--ARPITA PRAMANIK

অর্থান্তরন্যাস অলংকার

অর্থান্তরন্যাস একটি অর্থালংকার। এই অলংকারের লক্ষণ নির্দেশ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদে বলেছেন--

''সামান্যং বা বিশেষেণ বিশেষস্তেন বা যদি।
কার্যং বা করণেনেদং কার্যেণ বা সমর্থ্যতে।।
সাধর্ম্যেণেতরেণার্থান্তরন্যাসোঽষ্টধা ততঃ।।''

অর্থ-- যদি সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যের মাধ্যমে বিশেষের দ্বারা সামান্য বা সামান্যের দ্বারা বিশেষ অথবা কারণের দ্বারা কার্য বা কার্যের দ্বারা কারণ সমর্থিত হয় তবে অর্থান্তরন্যাস অলংকার হয় এবং এইভাবে তা আট প্রকারের হয়।

মনে রাখতে হবে সামান্য শব্দের অর্থ অল্প নয়, সামান্য শব্দের অর্থ সাধারণ। অর্থান্তরন্যাস অলংকারে যা সমর্থিত হয় তাকে সমর্থ্য এবং যে সমর্থন করে তা সমর্থক। এই অলংকারে সমর্থন ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও 'কারণ', 'যেহেতু' ইত্যাদি ভাষার মাধ্যমে সমর্থনটি দেখানো হয় না। অর্থাৎ সমর্থনটি বাচ্য নয়, ব্যঙ্গ। এইজন্য অলংকারটি চারুত্ব বা চমৎকারিত্ব।

বস্তুতঃ অর্থান্তরের দ্বারা প্রস্তুত বা প্রকৃত অর্থের সমর্থনই অর্থান্তরন্যাস। অর্থাৎ এই অলংকারে অপ্রস্তুতের দ্বারা নির্দিষ্ট প্রস্তুতের সমর্থন হয়ে থাকে।

১। সামান্যের সমর্থন বিশেষের দ্বারা--

''বৃহৎ সহায় কার্যান্তং ক্ষোদীয়ানপি গচ্ছতি।
সম্ভূয়াম্বুধিমভ্যেতি মহানদ্যা নগাপগা।।

অনুবাদ- বৃহতের সাহায্যে নিতান্ত ক্ষুদ্রও দুরূহ কার্যসাধনে সমর্থ হয়। পার্বত্য নদী মহানদীর সাথে মিলিত হয়ে সমুদ্রে পৌঁছায়।

ব্যাখ্যা- এই স্থলে বৃহৎ সহায়ে ক্ষুদ্রও দুষ্কর কার্যসাধনে সক্ষম- এটা সামান্যাত্মক বাক্য বা সাধারণ বাক্য। এই বাক্যটিই সমর্থিত হয়েছে বিশেষ বাক্য ''মহানদীর সাথে মিলিত হয়ে পার্বত্য নদী সমুদ্রে পৌঁছায়'' এর দ্বারা। যেহেতু উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্য প্রাপ্তিরূপ ধর্মটি সমান, তাই সাধর্ম্যমুখে বিশেষের দ্বারা সামান্যের সমর্থনরূপ অর্থান্তরন্যাস।

২। সামান্যের দ্বারা বিশেষের সমর্থন--

''যাবদর্থপদাং বাচমেবমাদায় মাধবঃ।
বিররাম মহীয়াংসঃ প্রকৃত্যা মিতভাষিণঃ।।

অনুবাদ- মাধব (শ্রীকৃষ্ণ) অল্পকথা বলে বিরত হলেন। স্বভাবতঃ মনস্বীগণ মিতভাষী হয়ে থাকেন।

ব্যাখ্যা-- এই স্থলে শ্রীকৃষ্ণের সারগর্ভ অল্পকথা বলার বিরতি হল প্রস্তুত বিশেষ বাক্য। এই প্রস্তুত সমর্থিত হয়েছে সামান্যাত্মক 'মনস্বীগণ স্বভাবতই মিতভাষী' -এই অপ্রস্তুত বাক্য দ্বারা। তাছাড়া যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই বলা আর মিতভাষিত্ব প্রকৃতপক্ষে একই। সুতরাং উল্লিখিত উদাহরণটি সামান্যের দ্বারা বিশেষের সমর্থনরূপ অর্থান্তরন্যাস।

৩। কারণের দ্বারা কার্যের সমর্থন--

'' পৃথ্বি! স্থিরা ভব ভুজঙ্গম! ধারয়ৈনাম্.....হরকামুকম্যততজ্যম্।।''

অনুবাদ-- হে পৃথিবী, স্থির হও । ভুজঙ্গম একে ধারণ কর। হে কূর্মরাজ, তুমি এ দুটিকে ধারণ কর। দিগ্‌গজগণ, তোমরা এই তিনটিকে ধারণের ইচ্ছা কর। আয´(রামচন্দ্র) শিবধনুতে জ্যা আরোপ করিতেছেন।

ব্যাখ্যা-- এই স্থলে কারণটি হল-রামচন্দ্রের হরধনুতে জ্যা আরোপ। এটিই হল সমর্থ্য। আর সমর্থক হল পৃথিব্যাদির সৌর্যাদিরূপ কার্য। সুতরাং হরধনুতে জ্যা আরোপরূপ কারণটি দ্বারা পৃথিব্যাদির স্থৈর্য্যাদিরূপ কার্য সমর্থিত হওয়ায় কারণের দ্বারা কার্যের সমর্থনরূপ অথ্রান্তরন্যাস অলংকার হয়েছে।

৪। কার্যের দ্বারা কারণের সমর্থন--

''সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্।
বৃণুতে হি বিমৃশ্যকারিণং গুণলুব্ধা স্বয়মেব সম্পদঃ।।''

অনুবাদ-- হঠাৎ কোনো কাজ করা উচিৎ নয়। অবিবেচনাই অনিষ্টের মূল। বিবেচক ব্যক্তির গুণে আকৃষ্ট হইয়া সম্পদ স্বয়ং তাহাকে বরণ করে।

ব্যাখ্যা-- গুণলোভী সম্পদ কতৃক বিবেচক ব্যক্তিকে বরণ এই স্থলে কার্য। বিবেচনাপূর্বক কর্মানুষ্ঠান কারণ। উল্লিখিত কার্যটি এই কারণটিকেই সমর্থন করেছে। বা গুণলুব্ধা সম্পদ কতৃক বিবেচনাশীল ব্যক্তিকে বরণ রূপ কার্যের দ্বারা বিবেচনা পূর্বক কর্মানুষ্ঠানরূপ কারণটি সমর্থিত্র হওয়ায় কার্যের দ্বারা কারণের সমর্থনরূপ অর্থান্তরন্যাস অলংকার হয়েছে।

সাধর্ম্যমুখে চারপ্রকার অর্থান্তরন্যাস অলংকারের উদাহরণ দেখানো হল। এইভাবে বৈধর্মামুখেও অর্থান্তরন্যাস অলংকার চারপ্রকার হয়ে থাকে।

.....